একটি মৃত্যু — একজন ঐতিহাসিকের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অনুসন্ধান

স্বপন কুমার প্রামাণিক

রণজিৎ গুহ, তাঁর দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবনে, প্রচলিত ঐতিহাসিকের বাঁধাধরা গণ্ডির সীমানা পেরিয়ে যে অনুসন্ধিৎসা দেখিয়েছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে যে অনুসন্ধান পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া। আলোচনার বিষয় নির্বাচনে রণজিৎ গুহের মৌলিকত্ব প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়, তা সে তাঁর বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে প্রণীত প্রথম বই — A Rule of Property for Bengal হোক বা তাঁর সম্পাদনায় আশির দশকে প্রকাশিত Sub-altern Studies Series হোক। রণজিৎ গুহ তাঁর ১৯৮২ সালে প্রকাশিত Sub-altern Studies-এ তাঁর লেখা 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India' লেখাতে ইতিহাসবিদদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাখ্যার পদ্ধতিকে সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এই পদ্ধতি "Fails to acknowledge, far less interpret, the contributions made by the people on their own, that is, independently of the elite to the making and development of this nationalism. The inadequacy of this elitist historiography follows directly from the narrow and partial view of politics to which it is committed by virtue of its class outlook...what clearly is left out of this unhistorical historiography is the politics of the people." (Ranajit Guha - The Small Voice of History. Pp- 189-91)। পরবর্তীকালে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু, আলোচনা পদ্ধতি এবং এ সমস্ত কিছু বাংলাভাষাতে রচনা করা — ইংরাজি ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে সরিয়ে রেখে, অনুসন্ধিৎসু লেখক হিসেবে রণজিৎ গুহকে এক অনন্যতা দান করে। ২০১৬ সালে রণজিৎ গুহের বাংলা রচনা সংগ্রহ যখন ২ খণ্ডে প্রকাশ হল, দেখা গেল যে তার তিন-চতুর্থাংশ লেখা ছাপা হয়েছে ২০০৭ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে (সূত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা, রণজিৎ গুহ — সাহিত্যের সত্য (অনুষ্টুপ, ২০২৩)।

তাঁর পরবর্তীকালের লেখালিখি সম্বন্ধে রণজিৎ গুহ ২০১০ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''আমার সম্প্রতি বাংলা লেখালিখিতে ভারতীয় দর্শন ব্যবহার করে আমি পাঠককে কিছু ধারণার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনের কথা মনে করাতে চেয়েছি। বিশেষ করে আত্ম-অপরের সম্পর্ক বিষয়টি এই লেখায় খুবই গুরুত্ব পেয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি করে প্রকাশিত হয়েছে। আত্মের গণ্ডী পেরোনো, অপরের কাছে পৌঁছানোর যোগ্যতা, উত্তরণ — এইসব বিষয়গুলো, আমার ধারণা সাহিত্যেই বেশি করে

পাওয়া সম্ভব। সাহিত্য যে অন্তর্বীক্ষণ দেয়, ভারতের আধুনিক সাহিত্যিকরা যে যে অভিমুখে পৌঁছোতে পেরেছেন, তা ইতিহাস নামের যে বিদ্যাশাখাটি বা কোনো ঐতিহাসিক — কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে দিয়েই এই অন্তর্বীক্ষণ উদ্ধার করা সম্ভব এবং পরবর্তী প্রজন্ম যাতে তাদের পূর্বসুরীদের তুলনায় খোলা চোখে তা নিয়ে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করা সম্ভব।" (সূত্র - In Search of Transcendence : An Interview with Ranajit Guha. Interview taken by Milinda Banerjee)। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া উপরিউক্ত সাক্ষাৎকারে রণজিৎ গুহ তাঁর আলোচনার পদ্ধতির ওপর হাইডেগার-এর গভীর প্রভাব স্বীকার করেছেন এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসা পদ্ধতি তাঁর রচনার ওপর প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যে Haideggar কে Hermeneutics তত্ত্বের অংশভুক্ত বলে ধরা হয় এবং 'Hermeneutics was a special approach to the understanding and interpretation of published writings. Its goal was to understand the thinking of the author as well as the basic structure of the text. Weber and others (for example, Wilhelm Dilthey) sought to extend this idea from the understanding of texts to the understanding of social life." (Quoted in Geroge Ritzer - Sociological Theory - P-112, (2011)।

এই যে ঘটনাকে 'খোলা চোখে' দেখা এবং বিশ্লেষণ করা, 'reading the text' এবং তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, 'meaning behind observable events' এবং এই পদ্ধতি মানুষের আন্তর্সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি মানুষের কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা — এগুলিই রণজিৎ গুহের পরবর্তীকালের রচনাগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত অর্থে একে interdisciplinary না বলে transdisciplinary বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। অথবা ঘটনাগুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিকে methodological eclecticism বলেও আখ্যায়িত করা যায়। Eclecticism হচ্ছে "the practice of deriving ideas, style and taste from a broad and diverse range of sources", অন্য এক অর্থে, "eclecticism is a conceptual approach that does not hold rigidly to a single paradigm or set of assumptions, but instead draws upon multiple theories, styles or ideas to gain complementary insights into a subject or applies different theories in particular cases."।

Chandra's Death

কেমন করে একটি ঘটনাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় এবং যে ব্যাখ্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমরা এই প্রবন্ধে রণজিৎ গুহ রচিত 'Chandra's Death' এই রচনাটি বিশ্লেষণ করব। (Ranjit Guha – 'Chandra's Death' in The Small Voice of History, edited by Partha Chatterjee (2009) pp- 211-303)। ১৮৪৯ সালে ঘটে যাওয়া চন্দ্রা নামে একটি বাগদী মেয়ের মৃত্যু, যে মৃত্যু ঘটেছিল তার সমাজ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের পরিণতিতে, তার গর্ভধারণ এবং গর্ভপাতের বিফল প্রচেষ্টা, তার সম্মিলিত আত্মীয়দের প্রচেষ্টার মাধ্যমে — যার ফলে তার মৃত্যু এবং এই মৃত্যুর ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবেশ এবং প্রচলিত আইনের মাধ্যমে এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিচার — এই সমস্ত বিষয়কে রণজিৎ গুহ archive এবং অন্যান্য সূত্র থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সমন্বিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করেছেন এবং প্রচলিত আইনি আগ্রাসনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য পিতৃতান্ত্রিকতা এবং মহিলাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা —

এই সমস্ত কিছুকে এই একটি মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। এই মৃত্যু এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গুহ তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেছেন যে, আইনি কর্তৃত্ব এই ঘটনার বিচার এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন, লেখক তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ঘটনাকে বোঝা এবং ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছেন। "The authority of the laws which recorded the event in it's present form and that of the editor (writer), who separated it from other items in an archive and gave it a place in another order – a book of documents collected for their sociological interest. The movement between these two intentions – the law's and the scholar's – suggests the interposition of other wills and purposes."।

তিনি আরও বলেছেন যে, ঘটনাকে পুনর্নির্মাণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে "to desecrate them by naming the material once again and textualising it for a new purpose. That purpose is to reclaim the document for history" (ibid, p-271)। ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচলিত অনুসন্ধান ক্ষেত্র ও পদ্ধতি সম্বন্ধে রণজিৎ গুহের উক্তি, "Historical Scholarship has developed through recursive practice, a tradition that tends to ignore the small drama and fine detail of social existence, especially at its lower depths. A critical historiography can make up this lacuna by bending closer to the ground in order to pick up the traces of a subaltern life in its passage through time" (ibid, p-274)।

এই 'Small drama' এবং 'fine details of social existence'-এর একটি case study হিসাবে তিনি Chandra's Death, এই বিষয়টি, তার সামাজিক কার্যকারণ ও পটভূমি, বিস্তারিত ভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। ঘটনাটির চুম্বক এই রকম, চন্দ্রা নামে একটি বিবাহিত বাগদী সমাজের অন্তর্ভুক্ত মহিলার শ্বশুরবাড়ি নিবাসী এক পুরুষ আত্মীয় — মগারাম চাষা, যে চন্দ্রার বিবাহিত নন্দাই, চন্দ্রার মা ভগবতী চাষানিকে এসে বলে যে তার সঙ্গে চন্দ্রার কিছুকাল যাবৎ গড়ে ওঠা অবৈধ সম্পর্কের ফলে চন্দ্রা গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। তাই তার মা যেন অবিলম্বে চন্দ্রাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসে এবং তার গর্ভপাতের ব্যবস্থা করে। তার কথা হল "Bring her to your own house and arrange for some medicine to be administered to her, or else I shall put her into bhek"।

এই কথা শোনার পর চন্দ্রার মা চন্দ্রাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য তার আর এক মেয়ে বৃন্দা এবং বোনের মেয়ে রঙ্গ চাষানিকে পাঠায়। চন্দ্রার শাশুড়ি শ্রীমতী এবং মগারাম চাষা চন্দ্রাকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। গর্ভপাতের খরচ হিসেবে একটি পিতলের গাড়ু এবং পিতলের পাত্র সমেত।

পরে চন্দ্রার মাসতুতো বোন রঙ্গ চাষানি এবং তার মা ভগবতী চাষানি গর্ভপাত করানোর হাতুড়ে ডাক্তার কালিচরণ বাগদীর সঙ্গে দেখা করে এবং বলে যে তার মেয়ে তিনমাসের গর্ভবতী। সে যেন গর্ভপাতের ওষুধ দেয় এবং তার মূল্য হিসেবে তারা সেই ডাক্তারকে পিতলের গাড়ু এবং পিতলের পাত্র দেবে। কালিচরণ এই বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে পরদিন ভগবতী তার এক বয়স্ক পুরুষ আত্মীয়, যে ভগবতীর ছেলের শ্বশুর, তাকে সঙ্গে নিয়ে কালিচরণের কাছে আবার যায় এবং আবার গর্ভপাতের অনুরোধ করে এবং বলে তার মূল্য তারা নগদ টাকায় মিটিয়ে দেবে। তখন কালিচরণ রাজি হয়, পরদিন নগদ ১টি পয়সার বিনিময়ে কালিচরণ তাদের ওষুধ (herbs) দেয় এবং কী কী করতে হবে তার ব্যবস্থাপত্র দেয়।

চন্দ্রার অবিবাহিত বোন বৃন্দার সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রথম দিন ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ না হওয়াতে সে দ্বিতীয় দিন তার মা এবং চন্দ্রাকে সঙ্গে করে আবার কালিচরণের কাছে যায়। কালিচরণ আরও কিছু নতুন

ওষুধ (herbal medicine) দেয় এবং ব্যবস্থাপত্র দেয়। সেই অনুযায়ী রাতে চন্দ্রাকে সেই ওষুধ দেওয়ার পর তার গর্ভপাত হয় কিন্তু চন্দ্রার ব্যথা এবং রক্তপাত চলতে থাকে এবং কিছু পরে চন্দ্রা মারা যায়। চন্দ্রার মৃতদেহ তখন নিকটবর্তী নদীতীরে সমাধিস্থ করে তার পুরুষ আত্মীয়েরা, ভাই গয়ারাম, তার শ্যালক পীতাম্বর এবং চন্দ্রার মামা হরিলাল। মোটামুটি ভাবে এই হচ্ছে চন্দ্রার মৃত্যুর কাহিনি। এই সমস্ত কাহিনি ও ঘটনা পরম্পরা উঠে এসেছে, এই মৃত্যুর পর রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বিচারব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আইন অনুযায়ী এই মৃত্যুকে হত্যা হিসেবে চিহ্নিত করার পর এবং এই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রদানের (ekrar) মাধ্যমে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্রার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবেশ, তাকে হত্যা বলে চিহ্নিত করা এবং এর সঙ্গে জড়িত সমস্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার এই প্রক্রিয়াকে এক বৃহত্তর পটভূমিতে বিশ্লেষণ করার বিষয় হিসাবে রণজিৎ গুহ ব্যাখ্যা করেছেন। Michel Fothcault কে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, "Murder is the point at which history intersects with crime and the site of the intersection is the narrative of the crime."। গুহ আরও বলেছেন, "the common murder trivialised by the tolerance of all cultures have of cruelty, uses precisely this discourse as its vehicle to cross the uncertain frontier which separates it from the shameless butcheries of a battle and makes its way into history, history without masters, a history of frantic and autonomous events, a history below the level of power and one which fell foul of the law."। এটা ঠিক যে চন্দ্রার মৃত্যু তাদের community-র কাছে ছিল একটা সংকট মুহূর্ত কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবেশের ফলে এই সংকটের চেহারার গুণগত পরিবর্তন ঘটে, যা ছিল একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু তা খুন হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তা রাষ্ট্রীয় নিশানার (gaze) মধ্যে চলে আসে। গুহ বলেছেন, "It is that privileged connection, which kneads the plurality of these utterances recorded from concerned individuals from a mother, a sister and a neighbour into a set of judicial evidence and allows thereby the stentorian voice of the state to subsume the humble peasant voices which speak here in sobs and whispers."। চন্দ্রার মৃত্যুর ঘটনার মোকাবিলা তার সমাজ একরকম ভাবে করেছিল, কিন্তু রাষ্ট্র এখানে প্রবেশ করে এটিকে বিতর্কমূলক (discursive) এবং হত্যা হিসাবে চিহ্নিত করে, "by designating the event as a 'case', the death as a 'crime' and the utterance which describe it as 'ekrar'."। বাগদী পরিবারটি এবং তাদের আত্মীয়রা সংকটের যেভাবে মোকাবিলা করেছিল তা ব্যর্থ হয় এবং রাষ্ট্রের আতসকাঁচের নিচে সব ব্যাপারটি চলে আসে।

রণজিৎ গুহ এই মৃত্যুর সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের উপাদান হিসাবে কাজ করেছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোর্টের কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্য (ekrar) এবং সমসাময়িক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তথ্য, তাই মৃত্যুর এই micro উপাদানটিকে তিনি macro পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করেছেন।

প্রথমেই তিনি বাগদী সমাজের, যে সমাজের মধ্যে মৃত্যুটি ঘটেছিল, তার সমাজ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেছেন। বলেছেন যে, "The Bagdis belonged to that nether end of colonial society, whose extreme poverty and abject pollution converged to make them amongst the lowest in class and caste."। হয়ত কোনও এক সময় তারা চাষি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের surname যেমন ভগবতী চাষানি বা মগারাম চাষা এই নামগুলি তা প্রমাণ করে। কিন্তু কালক্রমে তারা দিনমজুরে পরিণত হয়। অতএব তাদের চাষা বা চাষানি কেবলমাত্র

পদবি, "that designation must be understood as an euphemism for a rural proletariat."। এই বাগদী সম্প্রদায় সম্বন্ধে Risley তাঁর 'Tribes and Caste' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "In Western Bengal, we find a large number of them working as landless day labourers, paid in cash or kind, or as nomadic cultivators, tilling other mens' lands on bhag-jot system, under which they are remunerated by a definite share of the produce. I can recall no instance of a Bagdi holding a zamindari." (p-42)। রণজিৎ গুহ সাম্প্রতিক কালে নেওয়া বাগদীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর কিছু survey-র কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাদের হতদরিদ্র অবস্থাই স্মারক। তিনি বলেছেন, "As a labour force, the Bagdis constituted a fertilizing sediment at the base of Bengali agranian economy, while being despised at the same time as a filthy deposit at the very bottom of the rural society." (ibid, p-280)।

শুধুমাত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থান নয়, শুধুমাত্র অপরের মালিকানায় থাকা উর্বর জমিতে তারাই প্রধান শ্রম দিত এবং লেঠেল এবং নৈশপ্রহরী হিসাবে বড়লোকদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করত তাই নয়, বাগদী সম্প্রদায়ের মহিলারাও উঁচুতলার লোকেদের ভোগের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। গুহ বলেছেন, "it was the dominance of the upper caste landed elite over the community which made Bagdi women a prey to male lust; and yet they figured in patriarchal lore as creatures of easy virtue all too ready to make themselves available object of sexual gratification."।

সমাজ, অর্থনীতি, মহিলাদের মর্যাদা, এইসব বিষয়ে প্রান্তিক অবস্থানকারীদের ওপর এই মৃত্যুর ঘটনার অভিঘাত গুহ বিশেষভাবে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে পর্যালোচনা করেছেন। প্রথমেই যেটি উল্লেখ্য যে অবাঞ্ছিত মাতৃমৃত্যুজনিত crisis-এর মোকাবিলা চন্দ্রার পরিবার এবং আত্মীয় গোষ্ঠী কীভাবে করেছে। তাৎক্ষণিক ভাবে জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মহিলা সদস্যরা এবং পরবর্তীকালে পুরুষ সদস্যরা সংকটের মোকাবিলাতে এগিয়ে এসেছে। এই ঘটনা দুটি বিষয়ের দ্যোতক — প্রথমত মহিলা সদস্যদের মধ্যে inner bond, যা একজন মহিলা victim কে সাহায্য করার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস। Victim-এর মা ভগবতী চাষানি একজন widow এবং পরিবারে আর কোনও পুরুষ সদস্য নেই। চন্দ্রা ছাড়া অপর অবিবাহিতা কন্যা, বৃন্দা, তাকে পাঠানো হয় চন্দ্রাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য। চন্দ্রা তার নিজের বাড়ি এলে তার মা, ভগবতী চাষানি, পরদিন নিকটস্থ হাতুড়ে ডাক্তার কালিচরণ বাগদীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওষুধ দেওয়ার জন্য। কিছুটা প্রয়াসের পর ওষুধ জোগাড় হলে বৃন্দার ওপর দায়িত্ব থাকে ওষুধ দেওয়া এবং দেখাশোনা করার। এমনকি চন্দ্রার শাশুড়ি, শ্রীমতী, কোনও ঝগড়া বিবাদ না করেই চন্দ্রাকে পাঠিয়ে দেয় শুধু নয়, গর্ভপাত করানোর পারিশ্রমিক হিসেবে একটি পিতলের গাড়ু এবং পিতলের পাত্রও তাদের দেয়। এই সমস্ত ঘটনায় সংকটের মোকাবিলায় মহিলা সদস্যরা এগিয়ে এসেছেন শুধু সেটাই প্রমাণ করে না, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব এবং গর্ভপাত সমাজে যে খুব একটা অপ্রচলিত ছিল না, তাও প্রমাণ করে।

আবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং আশু সংকটের মোকাবিলার জন্য জ্ঞাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সদস্যরাও যে এগিয়ে এসেছে এবং প্রবল ভূমিকা নিচ্ছে তাকে গুহ পিতৃতান্ত্রিকতার নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন, গর্ভপাত করাতে এবং তার মূল্য স্বরূপ পিতলের সামগ্রী নিতে যখন হাতুড়ে ডাক্তার কালিচরণ অস্বীকার করে তখন দ্বিতীয় দিন ভগবতী চাষানি তার পুত্রের শ্বশুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র গ্রামের গরিষ্ঠ সদস্য হিসাবে তার উপস্থিতির জন্যই কালিচরণ গর্ভপাতের ওষুধ দিতে সম্মত

হয় এবং তার মূল্য হিসাবে নগদ ১টি পয়সা নিতে সম্মত হয়। এই ১ পয়সা মূল্য হিসাবে নিতে স্বীকৃত হওয়াকে আবার গুহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সাবেকি commodity exchange-এর বদলে মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়ের ক্রমবর্ধমান প্রচলন হিসাবে। আবার মূল্য হিসাবে কেবলমাত্র ১টি পয়সা নিতে স্বীকৃত হওয়াকেও গুহ মুদ্রা ব্যবস্থার দুষ্প্রাপ্যতার কথাও বলেছেন। এই প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহের বক্তব্য, "One paisa! Not a great deal to ask for an expertise as valuable as his, or for a drug meant to deal with a matter of life and death but by insisting on that particular mode of remuneration, Kalicharan, though a Bagdi by caste, put him on a cash nexus clearly distinguished from the network of relations based on consanguinity and marriage." (p-284)। আবার, গৃহস্থালির internal management, চন্দ্রার শুশ্রূষার ক্ষেত্রে যেমন মহিলা সদস্যরা কাজ করেছেন। চন্দ্রার মৃত্যুর পর তাকে নদীতীরে সঙ্গোপনে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে কবরস্থ করার দায়িত্ব নিয়েছেন পুরুষ জ্ঞাতিবর্গ। যাদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রার ভাই গয়ারাম, চন্দ্রার মামা (ভগবতীর ভাই) হরিলাল এবং গয়ারামের শ্বশুর। গুহ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "This is an important detail which illuminates both the cohesion of kinship network and the weight of male authority within it. The widow's word was not enough for Kalicharan; she had to be sponsored by a man, who's standing in terms of seniority, was the same as that of her late husband. In other words the lacunae of male authority within the widow's own family had to be made up by that borrowed from another family allied to it by marriage." (ibid– p-282)।

চন্দ্রার অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং আবাঞ্ছিত মাতৃত্ব এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্থানীয় বাগদী সমাজের নিকটাত্মীয়ের যৌথ প্রচেষ্টা — এই সমস্ত কিছু পরিবার, যৌন সম্পর্কের রূপরেখা এবং তার গণ্ডি সম্পর্কেও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, বাগদীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রচলিত বিবাহ সম্পর্কের নিয়ম অনুযায়ী তাদের উপজাতের (sub-caste) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় এবং তার ভৌগোলিক সীমারেখা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরস্পরের কাছাকাছি বাস করা এই আত্মীয়গোষ্ঠী এই সমাজ বহির্ভূত সম্পর্কের সামাজিক ফলশ্রুতি নিয়ে আশঙ্কিত হয় এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, ফলে চন্দ্রার অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব শুধুমাত্র তাদের পরিবারের সংকট হিসাবে না দেখে পরস্পরের কাছাকাছি বসবাসকারী আত্মীয়গোষ্ঠী তাদের সামগ্রিক সংকট হিসাবে দেখে এবং বিভিন্ন ভাবে সেই পরিবারকে সাহায্য করতে থাকে। তাদের এই আশঙ্কা ছিল যে বৃহত্তর সমাজ এই সম্পর্কের ফলশ্রুতি মেনে নেবে না। গুহের কথায়, "This derived directly from the authority of a samaj, working institutionally through Panchayat and priesthood and ideologically through custom and shastra in order to prevent its 'system of alliance' from being subverted by unauthorized sexuality. For the offence arose from a liaison outside the socially approved limits of sexual relationship." (p-288)। এই আশঙ্কা থেকেই চন্দ্রার যে সমস্ত আত্মীয়গোষ্ঠী বিভিন্ন পর্যায়ে এই পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসে তারা হল গয়ারাম, যে তার ভাই, পীতাম্বর, যে তার বউদির ভাই, পীতাম্বরের বাবা, তার বউদির বাবা, হরিলাল, তার মামা, ভগবতী, তার মা, বৃন্দা, তার বোন, রঙ্গু, যে তার মাসির মেয়ে এবং শ্রীমতী, তার শাশুড়ি। ব্যক্তি সংকটকে সামাজিক সংকট হিসাবে দেখা এবং তার থেকে পরিত্রাণের জন্য যৌথ প্রচেষ্টার এটি একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক দলিল।

ঘটনাটিকে পর্যালোচনা করে রণজিৎ গুহ আর একটি উল্লেখযোগ্য সমকালীন সামাজিক বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে বলেছেন। অবৈধ সামাজিক সম্পর্কের সমস্ত দায় নারীকেই বহন করতে হয়। তার

পুরুষ সঙ্গীটি কিন্তু কোনও শাস্তিবিধানের আওতায় আসে না। পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতার সমস্ত দায় বহন করতে হয় মেয়েটিকে। তাই যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, মগারাম চাষা, যে সম্পর্কের দিক থেকে তার cousin brother (মাসির ছেলে)। তার কোন দায় হয় না এবং পরবর্তীকালে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আত্মীয় গোষ্ঠীর যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা তার মধ্যেও কোথাও আমরা মগারামকে দেখতে পাই না। শুধুমাত্র চন্দ্রার শ্বশুরবাড়ি থেকে গর্ভপাতের মূল্য হিসাবে যে পিতলের বাসন দেওয়া হয়েছিল, সেখানে চন্দ্রার শাশুড়ির সঙ্গে আমরা মগারামের নামও উল্লেখ হয়েছে, তা দেখতে পাই।

কিন্তু সমগ্র বিষয়টিতে মগারামের বেপরোয়া মনোভাবে স্পষ্টভাবে পুরুষতান্ত্রিকতার ছাপ দেখতে পাই যখন দেখি সে, ভগবতীর আদালতে দেওয়া বয়ান অনুযায়ী, "Magaram Chasa came to my village and said – "I have been involved for the last four or five months, in an illicit love affair with your daughter Chandra Chasani, as a result of which she has conceived. Bring her to your own house and arrange for some medicine to be administered to her or else I shall put her into bhek." (P-243)। এই বক্তব্য থেকে তিনটি বিষয় খুব পরিষ্কার ভাবে উঠে আসছে। প্রথমত, মগারামের কথা থেকে উঠে আসছে যে ঘটনার কোনও দায়িত্ব পুরুষ হিসাবে সে নিতে রাজি নয়। যা তখনকার দিনের পুরুষতান্ত্রিকতাকে প্রমাণ করে। দ্বিতীয়ত সমাজ স্বীকৃতির বাইরে যৌন সম্পর্ক এবং ফলত গর্ভবতী হওয়া এবং ওষুধের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটানো একটি প্রচলিত ব্যবস্থাই ছিল, কোথায় গেলে কীভাবে এর প্রতিকার হবে তার সমাজ স্বীকৃতি না থাকলেও প্রত্যেকের জানাশোনা পরিধির মধ্যেই তা ছিল। তাই মগারাম চন্দ্রার মা ভগবতীকে 'ব্যবস্থা করুন' এই বলে সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইল। তাঁর অনবদ্য ভাষায় গুহ বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "The commanding voice of Mogaram resonates like the voice of an unseen but pervasive authority. For it is Magaram's will, which thanks to his reporting, is allowed to set the scene, define the context and determine all the action in it. The unmarked and merely declarative first sentence stands in sharp contrast to the markedly imperative and intentional functions of the other two." (P-291)।

তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে মারাত্মক, মগারাম চন্দ্রার মাকে জানায় "Or else, I shall put her onto bhek."। এই bhek কথাটির সামাজিক তাৎপর্য এবং তদানীন্তন সমাজে তার প্রচলন সম্বন্ধে গুহ বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর Bharatbarshiya Upashak Sampraday বইতে বলেছেন, "Those who leave their castes and families and seek (spiritual) asylum with Lord Gauranga in their urge for world abdication, must take the bhek."। এটা উল্লেখ্য যে জাতব্যবস্থা ভিত্তিক হিন্দুসমাজে যখন কোনও ব্যক্তি সামাজিক বিধিভঙ্গ করে তখন সবাই তাকে একঘরে করে দেয়। যার অর্থ তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে বা excommunicate করে। জাতভিত্তিক হিন্দু সমাজ তার জাত ব্যবস্থা এবং তার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ অমান্য করার জন্য এই সামাজিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়। সেক্ষেত্রে, বহুলাংশে যারা এই অবস্থার শিকার তারা ভেক ধারণ করে এবং বৈষ্ণব আখড়াতে যায়। কারণ,— "Baishnabs were under no obligation to abide by any caste discipline," তাই গুহ বলেছেন, "It was not uncommon to find a large congregation of derelict womenhood in an akhra — victims of rape and seduction, deserted wives, women hounded out of their home for rebelling against marriage to which they had been committed as infants, women persecuted by their husbands' families for their parents' failure to pay up the dowries contracted for marriage or

simply woman left in the lurch by their lovers." (P-295-96)। তাই Magharam-এর একটি threat 'she will be put into bhek' তখনকার সমাজের সামগ্রিক চালচিত্র আমাদের কাছে উপস্থিত করে দেয়। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে চন্দ্রার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বিচার ব্যবস্থা প্রবেশ করার পর, যে সমস্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল (ekrar), তার মধ্যে কোথাও মগারামের উপস্থিতি ছিল না। "Although deeply implicated in all that leads to abortion and death, he stands outside the purely legal determinations of the incident. There is no ekrar taken down from him, for he is technically beyond the ken of the law. The law does not see him, it does not have to" (p-291)। তাই মগারাম এখানে প্রেমিক হিসাবে কথা বলছে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হিসাবে সে একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমস্ত পুরুষ সদস্যের পক্ষে নৈতিকতার মুখপাত্র হিসাবে কথা বলছে। তার যে কণ্ঠস্বর তা হচ্ছে disciplinary কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে সমাজ-নৈতিকতার প্রহরীকে এবং যে কণ্ঠস্বর জোর করে বলে, "abortion or bhek"। তাই "by pronouncing his ultimatum as he does Magaram chasa transcends his particularly and emerges as the universal male trying to make his sexual partner pay for a breach of morality of which he is at least equally guilty. For that is precisely what is involved in his threat to force a Boishnob's habitat on Chandra as the only alternative to abortion." (P-293)।

তাই, পিতৃতান্ত্রিকতার প্রতিভূ হিসাবে মগারাম যা চাইছিল, তাই হল। গর্ভপাত হল। কিন্তু শুধু গর্ভ নষ্ট করা হল না — গর্ভধারণ করার শরীরটাকেও ধ্বংস করে দেওয়া হল। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার হুমকিতে যে সম্মিলিত ভয় ছিল এবং যে ভয়ের কাছে তারা নতি স্বীকার করেছিল, তা বিপরীত এক ধরণের ভালবাসা ও করুণামিশ্রিত আর এক ধরণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে পরিবার এবং আত্মীয়বর্গের মহিলা সদস্যরা এগিয়ে এসেছিল এই দুঃখজনক অবস্থা থেকে চন্দ্রাকে উদ্ধার করতে। "The solidarity born out of fear contained within it another solidarity, activated by a different, indeed contradictory principle, namely empathy. If it was the power of patriarchy which brought about the first, it was the understanding of women which inspired the second." (p-298)।

চন্দ্রার মৃত্যুর কাহিনী তাই সবার আগে যে জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করে তা হল এই যে একজন মহিলার বিপদে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য অপর মহিলাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তারাই এই কমবয়সি বিধবাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে, গর্ভপাতের ওষুধ দেওয়ার জন্য স্থানীয় herbalist-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তার বিধান অনুযায়ী ওষুধ খাইয়েছে। কিন্তু তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য তাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষদের সাহায্য ছিল secondary। Simon de Beauvoir-কে উদ্ধৃত করে রণজিৎ গুহ বলেছেন যে, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে সন্তানধারণ ও পরিচর্যার বিষয়টি শুধুমাত্র মহিলাদের এবং সেই ক্ষেত্রে কোনও বিপদ উপস্থিত হলে মহিলারাই সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসে। এটা প্রমাণ করে, "Women's determination to assert her control over her own body at a time, when, in pregnancy, she knows that her body is at last her own, since it exists for the child, who belongs to her" (Simon de Beauvoir - The Second Sex, pp-512-13)।

তাই রণজিৎ গুহ যখন চন্দ্রার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি বিষয়টির সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য মাথায় রেখে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইতিহাস শুধু কয়েকটি

বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ নয়। ঘটনাগুলির অন্য বৃহত্তর পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানেই একজন ইতিহাসবিদকে অন্য পঠিত বিষয় যেমন, Sociology, Anthropology, Cultural Studies ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে হবে। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে — Introducing an Anthropologist among the Historians (in Ranajit Guha - The Small Voice of History, 2009), রণজিৎ গুহ Anthropologist Bernard Cohn-এর এই বিষয়ে academic উদ্যোগের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন, "There was a time when it made differences between historians and anthropologists of South Asia, that they operated in isolation from each other within adjacent fields of knowledge. This was so inspite of the fact that scholars in both the disciplines were often induced by the logic of their respective crafts to overstep the boundaries. Since the end of the Second World War, it is anthropology, rather than history, which has led the revolt against the mutual segregation of the two disciplines within the domain of South Asian Studies. Cohn was not the only rebel, he was one of a member of scholars, whose writing showed unmistakable sign of a reapproach in this respect."। এই বিষয়ে রণজিৎ গুহ Cohn-কে উদ্ধৃত করেছেন। Cohn বলছেন, "The limits of study in Anthropological history should be cultural and culturally derived: power, authority, exchange reciprocity, codes of conduct, systems of stratification, the construction of time and space, rituals. One studies these in a particular place and over time, but the study is about the construction of cultural categories categorically and the process of that construction, not about place and time." (Cohn - 'History and Anthropology', The State of Play. P-45)।

স্বপন কুমার প্রামাণিক : প্রাবন্ধিক এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।